



MY BIGGER HALF

অতি ধনী পরিবারে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও জিগ্লেশ জারিওয়ালা নিজেকে ভাগ্যবান বলতে পারতো না।

হ্যাঁ, জিগ্লেশ তার বাবার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিল, কিন্তু ১৬ বছর বয়সে এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় সে তার বাবা-মাকেও হারায়। এছাড়া, জিগ্লেশের একটি শারীরিক অবস্থা ছিল, যাকে হাইপোগোনাডিজম বলা হয়, যার মানে হল বয়ঃসন্ধিকালে তার শরীরে টেসটোসটেরনের বৃদ্ধি ঠিকমতো হয়নি। এই শারীরিক অবস্থার কারণে ছেলেদের শরীরে খুব কম বা কোনো লোম থাকে না, উচ্চতা কম হয় এবং পেশীর পরিমাণও নগণ্য থাকে। যখন তার সমবয়সী ছেলেরা বড়, লম্বা এবং শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, তখন জিগ্লেশ দুর্বলই রয়ে গেল। স্কুলে এবং কলেজে সে উপহাসের পাত্র ছিল এবং তার বিপুল সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা তাকে যথেষ্ট মনে করত না। তবে, জিগ্লেশ তার শারীরিক দুর্বলতা মস্তিষ্কের দ্বারা পুষিয়ে নিয়েছিল। সে একজন চমৎকার ছাত্র ছিল এবং আইআইএম আহমেদাবাদ থেকে পাশ করে। এরপর সে দিল্লির তার বাবার ব্যবসার দায়িত্ব নেয়। কিন্তু ব্যবসার জন্য একটি শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল যা তার ছিল না, তাই সে তার মাতুলকে কোম্পানির মুখ করে নিজে পিছন থেকে কাজ করত।

জিগ্লেশের বয়স এখন ২৫ বছর, কিন্তু তাকে ১৫-১৬ বছরের ছেলের মতো দেখাতো। তার কাকা ও কাকীমা তাকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে শুরু করে, কারণ তার দেখাশোনা করার জন্য কাউকে দরকার ছিল। জিগ্লেশ জানত যে কোনো মেয়ে যদি তাকে বিয়ে করে তবে তা তার অর্থের জন্য হবে, কারণ একজন পুরুষ হিসাবে তার দেওয়ার মতো আর কিছু ছিল না। তার দুর্বল কিশোর শরীর ছিল একটি অভিশাপ। তার কাকা তাকে একটি ভালো জিম-এ যোগ দিতে এবং তার চেহারা উন্নত করার জন্য সঠিক ডায়েট অনুসরণ করে ব্যায়াম শুরু করার পরামর্শ দিলেন। যদিও জিগ্লেশ শারীরিক কার্যকলাপের প্রতি অনিচ্ছুক ছিল, তবুও সে জিমে যোগ দিল। অন্য যেকোনো পুরুষের মতো তারও শারীরিক ও মানসিক চাহিদা ছিল এবং তা একজন নারীর দ্বারাই পূরণ হওয়া উচিত ছিল।

জিগ্লেশ দিল্লির সেরা গোল্ড'স জিমে ভর্তি হলো। যেদিন সে জিমে প্রবেশ করল, তার আত্মবিশ্বাস খুব একটা বাড়ল না, কারণ সে চারপাশে বিশালদেহী পুরুষদের দেখল, যারা তার চেয়ে অনেক লম্বা ছিল। অ্যাথলেট, খেলোয়াড়, অভিনেতার জিমে ভিড় করত এবং প্রত্যেকেই ছিল পেশীবহুল ও শারীরিকভাবে তার চেয়ে উন্নত। বেশিরভাগ মহিলা তার লিগের বাইরে ছিল, মডেল ও অভিনেত্রীরা জিমে আসত এবং সে কেবল তাদের দিকে তাকিয়ে আফসোস করত। তবে, জিগ্লেশ জানত না যে জিমে যোগ দেওয়া তার জীবনের গতিপথকে তার wildest কল্পনার বাইরে নিয়ে যাবে।

একদিন সকালে জিগনেশ যখন খুব ভোরে জিমে প্রবেশ করল, সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেল। জায়গাটা প্রায় ফাঁকা ছিল এবং সে এটাই পছন্দ করত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মীরা তখনও ঝাড়ু দিচ্ছিল এবং মেঝে মুছছিল। এক কোণ থেকে চাপা গোঙানি এবং ঘোঁত ঘোঁত শব্দ ছাড়া জিমে প্রায় নীরবতা ছিল। এটা ছিল একটি নারীর কণ্ঠস্বর। জিগনেশ কিছুটা কৌতূহলী হল, কোনো অভিনেত্রী বা মডেল এত ভোরে জিমে আসে না। সে তার বিশাল সরঞ্জামের পাশ দিয়ে গেল এবং ঠিক কোণায় সে এমন একটি দৃশ্য দেখল যা তাকে সম্পূর্ণ হতবাক করে দিল। চেইন পুলি রোতে একজন মহিলা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল এবং এই মহিলাকে আসলে নিছক নখর মনে হচ্ছিল না। সে তাকে স্পষ্ট দেখতে পারছিল না কারণ তার পিঠ জিগনেশের দিকে ছিল এবং জিগনেশের চোখ তার দিকেই নিবদ্ধ ছিল। সে একটি স্কিম্পি জিম ব্রা পরেছিল, এবং তার উন্মুক্ত পিঠ একটি ফুটবল মাঠের মতো চওড়া দেখাচ্ছিল। তার মসৃণ বাদামী ত্বক ঘামে ঝলমল করছিল এবং ঘামের মুক্তো বিন্দু তার নিচের পেশীগুলোর উপর গড়িয়ে পড়ছিল। তার বিশাল ডেন্টয়েড এবং ট্রাইসেপস প্রায় বিস্ফোরিত হচ্ছিল তার প্রচেষ্টার কারণে। জিগনেশ তাকে ৮০ কিলোগ্রাম স্টিল টানতে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। তার ঘোঁত ঘোঁত এবং গোঙানি তার কানে সঙ্গীতের মতো লাগছিল। জিগনেশ তার চোখ ফিরিয়ে নিল, তাকিয়ে না থাকার চেষ্টা করছিল এবং নিজের কাজে মন দিতে চাইছিল কিন্তু তা অসম্ভব ছিল।

সে আশেপাশে ঘুরছিল তাকে ভালো করে দেখার জন্য একটি সুবিধাজনক অবস্থান পাওয়ার চেষ্টা করছিল এবং তার মোবাইল বের করে নিল। সে কিছুটা পাশে সরে যেতেই তার প্রোফাইল প্রকাশ পেল এবং তাকে দেখে সে আবার বিস্মিত হল যে সে কতটা সুন্দরী। ভারতে মহিলা বডিবিল্ডাররা খুব বিরল এবং অল্প সংখ্যক, এবং তাদের বেশিরভাগকেই কঠোর অনুশীলন ও স্টেরয়েড ব্যবহারের কারণে দেখতে খুব বেশি সুন্দর লাগে না। তাদের প্রায়শই পুরুষালী বৈশিষ্ট্য থাকে, কিন্তু এই মহিলাটি ছিল এক সত্যিকারের দেবী। তার মুখ ছিল লম্বাটে ডিম্বাকার, প্রশস্ত আকৃতির চোখ, বিস্তৃত পাপড়ি সহ, তার বাম চোখের কোণের নিচে একটি সুন্দর তিল তার আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছিল, নিখুঁত আকৃতির ঠোঁট, একটি তীক্ষ্ণ অথচ খুব বেশি উঁচু নয় এমন নাক একটি ছোট চকচকে নাকের পিন দিয়ে সজ্জিত যা তার সৌন্দর্য এবং ঘামে মাখা দীর্ঘ ঘন কালো চুলকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। তার চুল খোলা ছিল এবং চুলগুলো তার বিশাল কাঁধ ও পিঠের উপর কালো কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো দেখাচ্ছিল। সে সত্যিই সুন্দরী ছিল কিন্তু যা তাকে মোহময়ী করে তুলেছিল তা ছিল তার ধড়ে স্ফীত নারীত্বের বিশাল গোলকগুলি। তার স্তন বড় বা বিশাল বলাটা হবে কম বলা। প্রতিটি টানে তারা যেভাবে উপরে উঠে আসছিল, তাতে মনে হচ্ছিল তারা অন্ধকার ধূসর স্পোর্টস ব্রা থেকে প্রায় উপচে পড়বে, ঘামে চকচকে হয়ে তারা সুনামির ঢেউয়ের মতো লাগছিল যেখানে জিগনেশ ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং ডুবে যেতে চাইছিল। জিগনেশ নিজেকে আটকাতে পারল না এবং গোপনে তার ফোন চালু করে এই দেবীর একটি ভিডিও তোলার চেষ্টা করল। ধরা পড়ার ভয়ে সে ক্রমাগত আতঙ্কিত ছিল কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা তাকে পরাজিত করেছিল।

অবশেষে, তার সেট শেষ হয়ে গেল এবং সে রোয়িং মেশিনের দিকে এগিয়ে গেল। সে চারপাশে ঘোরাঘুরি করা জিগনেশকে খেয়ালও করল না। সে যখন জিমের একপাশ থেকে অন্যপাশে হেঁটে যাচ্ছিল, তখন তার উচ্চতা দেখে জিগনেশ তার জীবনে আরেকটি ধাক্কা খেল। সে যতটা বড় ছিল, ততটাই লম্বা ছিল। জিগনেশ তার পাশ দিয়ে যাওয়ার একটি অজুহাত তৈরি করল এবং একটি চোরা চাহনিতে সে বুঝতে পারল যে তার পুরো উচ্চতা তার কাঁধও অতিক্রম করেনি। জিগনেশ ছিল ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, তাই সে দ্রুত একটি আনুমানিক হিসাব করল, সে ৫ ফুট ১০-১১ ইঞ্চির কম নয়, তার চেয়ে প্রায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা। সে মাথা ঘুরছিল, তার মনে হচ্ছিল তার মস্তিষ্ক বিস্ফোরিত হতে চলেছে। এই মহিলাটি কে?



জিগনেশ প্রায় দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে নিজেকে শান্ত করার জন্য হস্তমৈথুন করে। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না।

জিমের প্রাঙ্গণে ফিরে এসে সে হতাশ হয়ে দেখল যে সে চলে গেছে। জিগনেশের কিছু করার ছিল, সে জানতে চেয়েছিল এই ডিভা কে ছিল, তাই সে একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর সাথে কথা বলতে শুরু করে এবং অবশেষে তাকে ঘুষ দিয়ে এই দেবীর পরিচয় জানতে পারে। পরিচ্ছন্নতা কর্মী তার হতাশা দেখে হেসেছিল এবং তাকে বলেছিল যে তার ভাগ্য অন্য কোথাও চেষ্টা করা উচিত। প্রমোক্ত মহিলাটি হলেন অর্চনা বেদি, ওরফে আর্চি, তিনি হরিয়ানার একজন পেশাদার বডিবিল্ডার, এবং এখন দিল্লিতে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বাড়ি ফিরে জিগনেশ তার কাপড় খুলে ফেলে, সে খুব উত্তেজিত বোধ করছিল এবং সামাজিক মাধ্যমে তাকে খুঁজতে শুরু করে এবং ফেসবুকে তার পেজ খুঁজে পায়। সে দেখে অবাক হয়েছিল যে তার বয়স ছিল ২৩, সে তার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট ছিল। তার কভার পেজে ছিল তার বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতার একটি ছবি, সে তার উচ্চতা এবং পেশীর বিশালতা দিয়ে অন্য বডিবিল্ডারদের ছাপিয়ে গিয়েছিল। আরও তদন্ত করে সে জানতে পারে যে সে রাজ্য পর্যায়ের চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় হয়েছিল। এতে সে বিরক্ত হয়েছিল, তার প্রথম স্থান পাওয়া উচিত ছিল, অন্য মহিলারা তার আকার এবং সৌন্দর্যের কাছে কিছুই ছিল না! তা সত্ত্বেও সে একজন সেলিব্রিটির থেকে কম ছিল না, ১৫০০০ এরও বেশি লোক তার পেজ ফলো করছিল। জিগনেশ ভাবছিল এই ১৫০০০ এর মধ্যে তার কি সুযোগ ছিল। পেশাদার বডিবিল্ডিং ছাড়াও সে প্লাস সাইজ বড় এবং লম্বা ব্র্যান্ডের জন্য কিছু মডেলিংও করেছিল। তার অজান্তেই তার হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার পুরুষাঙ্গের দিকে চলে যায়, সে সেটিকে ঘষা শুরু করে।

জিগনেশ তার অ্যালবাম চেক করে এবং সেখানে এমন কিছু ছবি ছিল যা তার মন উড়িয়ে দিয়েছিল। একটি মডেলিং অ্যাসাইনমেন্ট ছিল যেখানে সে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় লেহেঙ্গা চোলি পরেছিল। সুন্দর শোভাময় পোশাকটি তার বিশাল বক্ররেখাগুলির সাথে এমনভাবে লেগেছিল যেন তার জীবন তার উপর নির্ভর করে। পোশাকগুলি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, যার গভীর নেকলাইন থেকে তার বিশাল বক্ষ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। জিগনেশ ভাবছিল সেগুলি প্রাকৃতিক কিনা। সাধারণত মহিলা বডিবিল্ডাররা সমস্ত চর্বি হারায় এবং তাই তাদের স্তন সংকুচিত হয়, তাদের প্রায় সমতল বক্ষ তৈরি হয়, কিন্তু তার বিশাল বক্ষ গর্বের সাথে এই সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। জিগনেশ যতটা সম্ভব কাছে থেকে দেখল, তার স্তনগুলি নকল ইমপ্লান্টের মতো লাগছিল না যা শক্ত ফুটবলের মতো দেখায়। সেগুলিকে নরম মনে হচ্ছিল এবং সেগুলিতে একটি নমনীয়তা ছিল যা ইঙ্গিত করে যে তারা যতটা প্রাকৃতিক ছিল...